উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা

অক্টোবর ২০১৮

পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার
নিস্বার্থ সেবাই অঙ্গিকার

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

www.dip.gov.bd

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস উত্তরার নবনির্মিত ভবন।

অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক অগ্রগতি

- ২০১১ সালে ৪টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ সম্পন্ন।
- ২০১৪ সালে ১১টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ সম্পন্ন।
- ২০১৭ সালে ১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ সম্পন্ন।
- ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের মধ্যে ১০টি ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প ইতোমধ্যে একনেকে অনুমোদন।
- ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও প্রধান কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন।
- সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা সম্বলিত পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স ও পাসপোর্ট বই এসেম্বলি কারখানা নির্মাণ সম্পন্ন।

উন্নয়নের তুলনামূলক বিবরণী

বিবরণ	২০০৯	জুন ২০১৮
পাসপোর্ট ইস্যু সংখ্যা	২০ লক্ষ ৩০ হাজার	৩৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪ শত
রাজস্ব আয়	৪৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা	১ হাজার কোটি ৮ লক্ষ টাকা
অধিদপ্তরের জনবল	৩ শত ৯৭ জন	১ হাজার ১ শত ৮৪ জন
দেশের অভ্যন্তরে সৃজিত অফিস	১৭ টি	৬৯ টি
অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন	০১ টি	৫১ টি
বিদেশে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং স্থাপন	০০ টি	১৫ টি

পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ ২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মোবাইল টিমের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবা ঃ পাসপোর্ট অফিস হতে মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে দেশে বিদেশে এমআরপি ও এমআরভি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান ঃ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে ৬৯টি অফিস এবং বিদেশের ৭২টি মিশন/দূতাবাসে এমআরপি/এমআরভি সংক্রান্ত কোন সমস্যা হলে সাপোর্ট সেলে ই-মেইল প্রেরণ করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্রুত সমাধান করা হয়।

ই-কিউ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ ঃ ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রনিক কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন ঃ ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে আবেদন ফরম পূরণের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ওয়েটিং রুম স্থাপন ঃ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে আগত সেবাপ্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা প্রচার করা হয়ে থাকে।

অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ঃ অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীদের জন্য অধিদপ্তরের প্রতিটি অফিসের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন ঃ মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের দ্রুত সময়ে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঐ দেশের বাংলাদেশ মিশনকে সহায়তা প্রদানের জন্য কুয়ালালামপুরে একটি পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে আশ্রিত মিয়ানমারের নাগরিকদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন ঃ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গত ১১/০৯/২০১৭ তারিখ হতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বায়োমেট্রিক নিবন্ধন শুরু করা হয়। এ যাবৎ মোট ১১ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত ২৩ জনের নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে পরিবারভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরিতে ইউএনএইচসিআরকে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকার নব-নির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পটভূমি ঃ

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন একটি সেবাধর্মী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ অধিদপ্তর প্রধানত বাংলাদেশের নাগরিকদের পাসপোর্ট ও বাংলাদেশে আগমনেচ্ছু বিদেশি নাগরিকদের ভিসা ইস্যু ও ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করে থাকে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ১৯৬২ সালে পরিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লগ্নে বাংলাদেশে মাত্র ০১টি অফিস নিয়ে এ পরিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তীতে, ১৯৭৩ সালে পরিদপ্তর থেকে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে এটি যাত্রা শুরু করে। ২০০৯ সালে ০১টি নিজস্ব ভবন ও ১৭টি আঞ্চলিক অফিস এবং ৩৯৭ জন জনবল নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে ৬৪টি জেলায় ৬৯টি অফিস, ৫১টি নিজস্ব ভবন ও ১১৮৪ জন জনবল নিয়ে এ অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ভিশন ঃ

বাংলাদেশী নাগরিকদের বর্হিবিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করা এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজতর করা।

মিশন ঃ

বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল করা এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের বর্হিবিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশী নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভিসা প্রদান, ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং এয়ারপোর্টসমূহে ই-গেইট প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঃ

- দেশের অভ্যন্তরে ৬৯টি অফিস থেকে এমআরপি এবং ৭টি বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস থেকে এমআরপি ও এমআরভি প্রদান।
- সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীনে স্থাপিত ১৫টি দূতাবাসে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং সহ ৭২টি মিশন থেকে পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা প্রদান।
- জুলাই ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আয়।
- এ পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ২২ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিককে এমআরপি প্রদান এবং প্রায় ১১ লক্ষ বিদেশি নাগরিককে এমআরভি প্রদান।
- বাংলাদেশীদের হাতে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) তুলে দিতে ০১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে এমআরপি কার্যক্রম শুরু এবং ICAO এর শর্ত মোতাবেক ২৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে দেশে-বিদেশে প্রার্থিত সকল পাসপোর্ট আবেদনকারীকে পাসপোর্ট প্রদান।
- প্রধান কার্যালয়ে দেশের সর্ববৃহৎ ডাটাবেজ সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ডাটা সেন্টার, ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার (ডিআরসি) এবং পাসপোর্ট প্রিন্টের জন্য অত্যাধুনিক পার্সোনালাইজেশন সেন্টার স্থাপন।
- অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারের সাথে দেশের সকল ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট (আইসিপি) এর সংযোগ স্থাপন।

ই-পাসপোর্টে বাংলাদেশ ঃ

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) এর গাইডলাইন অনুযায়ী ০১ এপ্রিল ২০১০ সালে বাংলাদেশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও মেশিন রিডেবল ভিসা সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ৪ হাজার ৬৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১ জুন ২০১৮ খ্রি: তারিখে 'ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। গত ১৯ জুলাই ২০১৮ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশে জি টু জি পদ্ধতিতে ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের লক্ষ্যে জার্মান ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে "ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন" শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ই-পাসপোর্টের বৈশিষ্ট্য ঃ

১। ই-পাসপোর্ট বুকলেটে একটি পলি কার্বোনেট ডাটাপেইজ থাকবে। যার মধ্যে মাইক্রো প্রসেসর চিপ থাকবে। মাইক্রোপ্রসেসর চিপে পাসপোর্টধারীর ব্যক্তিগত তথ্য, দশ আঙ্গুলের ছাপ, চোখের কর্নিয়ার ইমেজ নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

২। ডিজিটাল সিগনেচার প্রযুক্তির মাধ্যমে চিপের সংরক্ষিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা যাবে।

৩। ই-পাসপোর্ট দ্বারা ইমিগ্রেশন চেক পোস্টে ই-গেইটের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিচিতি যাচাই করা যাবে।

৪। ই-পাসপোর্টের মেয়াদ হবে যথাক্রমে ০৫ ও ১০ বছর।

৫। ৪৮ ও ৬৪ পাতা বিশিষ্ট ০২ ধরণের ই-পাসপোর্ট চালু করা হবে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন" শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

সেবার মানোন্নয়নে অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ উদযাপন ঃ পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রমকে আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল হতে 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ' উদযাপন করা হচ্ছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ ঃ কূটনৈতিক ব্যাগের পরিবর্তে ০২.০৪.২০১৭ তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ০২ থেকে ০৫ দিন।

অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ ও পাসপোর্ট আবেদন জমাকরণ ঃ পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীদের হয়রানি রোধকল্পে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হেল্পডেস্ক স্থাপন ঃ প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে কার্যকরী হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্পডেস্কের মাধ্যমে সেবা প্রার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

পৃথক কাউন্টার স্থাপন ঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ সেবাপ্রার্থীদের দ্রুত পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি অফিসে পৃথক কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

গণশুনানী আয়োজন ঃ প্রতিটি অফিসে সপ্তাহে অন্তত: ০১ দিন গণশুনানী অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। গণশুনানীর মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মোবাইল এসএমএস সার্ভিস ঃ পাসপোর্টের আবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এসএমএস'র মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদেরকে অবহিত করা হয়। পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ ৬৯৬৯ নাম্বারে এসএমএস করে আবেদনপত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরভি অনুসন্ধান ঃ এমআরপি ও এমআরভি সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে জানতে পারেন।

বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে পৃথক বুথ স্থাপন ঃ বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত কর্মচারী ও সেনা সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য পাসপোর্ট সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে ০২টি পৃথক বুথ স্থাপন করা হয়েছে।